সাবেকদের দখলে হলের সিট, নতুন ক্লাসে বিলম্ব

জাবি প্রতিনিধি
০৬ মে ২০২৬, ১২:০০ এএম

বাংলাদেশের একমাত্র আবাসিক বিশ^বিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয়ে বিদ্যমান শিক্ষার্থীর তুলনায় হলের সিট সংখ্যা বেশি। তবে লেখাপড়া শেষ হওয়ার পরও সাবেক হয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা হলের সিট ছাড়তে না চাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম সিট সংকট। ফলে সব বিশ^বিদ্যালয়ের আগে ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও পূর্বনির্ধারিত সময়ে আগামীকাল বৃহস্পতিবার নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু করতে পারছে না বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসন। এরই মধ্যে ক্লাস শুরু ১ মাস ১০ দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ওই তারিখেও ক্লাস শুরু নিয়ে সংশয় রয়েছে।

এই পরিস্থিতির জন্য অছাত্রদের হল থেকে বিদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনের কালবিলম্ব ও অনীহাকেও দুষছেন অনেকে।

অথচ আবাসিক ক্যাম্পাস হওয়ায় সবার সিট নিশ্চিত না করে ক্লাস শুরু সম্ভব হচ্ছে না।

জানা গেছে, গত বছরের ডিসেম্বরে সবার আগে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয় (জাবি)। তবে সবার আগে ক্লাস শুরু করতে পারেনি। অথচ পরে ভর্তি পরীক্ষা আয়োজন করেও নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু করেছে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়। গত ১২ এপ্রিল প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু করেছে ঢাবি। এ ছাড়া গত ৩ মে ক্লাস শুরু হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ^বিদ্যালয়ে। আগামী ১০ মে রাজশাহী বিশ^বিদ্যালয় ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে। সবার আগে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ^বিদ্যালয় প্রথমে ৭ মে (আগামীকাল) ক্লাস শুরুর তারিখ নির্ধারণ করেছিল। পরে এই তারিখ পিছিয়ে আগামী ১৭ জুন নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরুর তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্লাস শুরুর লক্ষ্যে আগামী ১৯ মের মধ্যে ছাত্রত্ব শেষ হওয়া শিক্ষার্থীদের হল ছাড়ার নির্দেশনা দিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসন। তবে ঘোষিত তারিখে ক্লাস শুরু হওয়া নিয়ে শঙ্কা রয়েই গেছে। অছাত্রদের হল থেকে বের করতে পারবে না বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসন- এমনটা মনে করছেন শিক্ষার্থীরা। অছাত্রদেরহ হল থেকে বের করা কঠিন, বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক প্রাধ্যক্ষ। এদিকে, বিশ^বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আবাসন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নতুন ব্যাচের ক্লাস শুরু করা যাবে না। ফলে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কার্যক্রম বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। হলগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখনও বিশ^বিদ্যালয়ের হলগুলোতে ২০১৫-১৬ (৪৫ ব্যাচ), ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের স্নাতকোত্তর শেষ হলেও শিক্ষার্থীদের অনেকে এখনও হলে আছেন। বিশেষ করে ক্যাম্পাসে আসার প্রায় এক দশক হতে চললেও হল ছাড়েননি ৪৫ ব্যাচের অনেকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হল সংসদের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ৭ মে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্তটি জানার পর প্রভোস্ট কমিটি ও আমরা (হল সংসদ) আবাসন সংকটের কারণে এ তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছি। এরপর ৭ মের পরিবর্তে ১৭ জুন ক্লাস শুরুর তারিখ নির্ধারণ করে প্রশাসন।

শাখা ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ফাইজান আহমেদ অর্ক বলেন, অভ্যুত্থানের পর গণরুম, গেস্টরুম ও কৃত্রিম আবাসন সংকটের সংস্কৃতি চলে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনের ব্যর্থতার কারণে আবারও সংকট তৈরি হচ্ছে। প্রশাসন তাদেরকে ফেয়ারওয়েলের মাধ্যমে বিদায় জানাতে পারে।

এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক জহির উদ্দিন বাবর বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান পরবর্তী সময় থেকেই আমরা শিক্ষার্থীদের শতভাগ আবাসন নিশ্চিতের ব্যাপারে সহযোগিতা ও দাবি জানিয়ে আসছি। কেউ রাজনৈতিক প্রভাব কিংবা অন্য কোনো উপায়ে ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার পর যেন হলে না থাকে- আমরা সে দাবি জানিয়েছি। কিন্তু প্রশাসনের সক্ষমতার অভাবে অছাত্ররা হলে থাকছে।

এদিকে, আবাসন সংকটের দাবি অস্বীকার করে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) ভিপি আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, ঈদের আগে ক্লাস শুরু করলে অল্প কিছুদিনের মাথায় বাড়ি চলে যেতে হবে। এজন্য ক্লাস শুরু হয়নি। তবে তিনি ঈদের ছুটিকে ক্লাস পেছানোর কারণ হিসেবে জানালেও গতবছর দেখা গেছে, দুর্গাপূজার প্রথম দিন (মহালয়া) অর্থাৎ, ২০২৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর নতুন ব্যাচের ক্লাস শুরু হয়েছিল।

বিশ^বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসান বলেন, আবাসন সংকটের বিষয়টি ঠিক নয়। আমাদের ভর্তি প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি। এ কারণে তারিখ পেছানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা অতীতের ন্যায় এবারেও সময়মতো হল ছেড়ে যাবে। তবে বিশ^বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি সূত্র বলে, আমরা ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ করে ৭ মে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু, প্রভোস্ট কমিটি ও হল সংসদ জানায় হলে পর্যাপ্ত আসন ফাঁকা নেই। এ কারণে ক্লাস শুরুর তারিখ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।